আক্রান্ত আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ান
গ্রিন হান্ট অপারেশনের বিরোধিতা করুন

রাষ্ট্র তার "নিরপেক্ষতার" সমস্ত পোষাক খুলে সরাসরি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে গরিব বঞ্চিত আদিবাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। এইটা হল একটা সরাসরি যুদ্ধঘোষণা দেশের জনগণেরই একটা অংশের বিরুদ্ধে। আগেই একটা ভয়ঙ্কর কালাকানুন জারি হয়েছে, যার নাম ইউ.এ.পি.এ.। যার মানে হল হয় তুমি সরকারের সমস্ত অন্যায় মেনে নিয়ে সরকারের গুণকীর্তন করবে — আর নয়তো তুমি সন্ত্রাসবাদী, মাওবাদী, তোমাকে ঐ কালাকানুনে মাসের পর মাস বিনা বিচারে আটকে রাখা হবে। এতদিন আক্রমণ হামলা চলছিলই, এবার নতুন করে পরিকল্পিতভাবে চারদিক থেকে ঘিরে একসাথে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়বে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ভারতীয় রাষ্ট্রের সুশিক্ষিত পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী অভিযান চালাবে, প্রয়োজনে হেলিকপ্টারে আকাশপথেও হামলা চালানো হতে পারে। এই আক্রমণের আবার একটা গালভরা ইংরাজি নাম দেওয়া হয়েছে গ্রিন হান্ট অপারেশন।

এই অপারেশন গ্রিন হান্ট কি মাওবাদীদের-ই বিরুদ্ধে ? দেশের জনগণকে বোকা বানাতে ওরা প্রচার করছে যে এই অপারেশন হল মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। এইটা মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। মাওবাদীদের দু-পাঁচ শো বা দু-পাঁচ হাজার সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য সর্বাধিক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, হেলিকপ্টার ও ৮০ হাজার বা এক লাখ সুশিক্ষিত সেনা-আধাসেনার দরকার পড়ে না। সমস্ত রাজ্যগুলোতে তো মাওবাদীদের কার্যকলাপ নেই, এমনকি যে সমস্ত রাজ্যে মাওবাদীদের উপস্থিতি রয়েছে, সেখানেও সর্বত্রই তাদের শক্তি-ক্ষমতা রয়েছে এমনটা নয়। যেমন উড়িষ্যা বললেই আপনার কলিঙ্গনগর, জগৎসিংহপুরের আদিবাসী জনগণের টাটা বা পস্কো বিরোধী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা মনে পড়বে, কিন্তু এতো বড় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম জনগণ মাওবাদীদের ছাড়াই করেছে — এবং এখনও করে চলেছে। ঝাড়খণ্ডেও সেরকম। অথচ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের এই মিথ্যা প্রচারের সাথে আজ গলা মিলিয়েছে বিরোধী দল বি.জে.পি. থেকে শুরু করে সি.পি.এম. সমেত সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলো। এই ব্যাপারে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো তাদের বিভেদ-ঝগড়া সরিয়ে রেখে একমত হয়েছে। আসলে এটাও দেখার বিষয় যে সমস্ত দলগুলো সত্যি সত্যি কাদের পিছনে দাঁড়াল ? "দেশের" জনগণের পক্ষে না দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের পক্ষে ?

অপারেশন গ্রিন হান্ট-এর উদ্দেশ্য কী ? ওপর ওপর ওরা যাই বলুক, অপারেশন গ্রিন হান্ট-এর উদ্দেশ্য একটাই— তা হল দেশি ও বিশেষ করে বিদেশি পুঁজিপতিদের লাগামছাড়া শোষণ ও জমি লুঠকে অবাধে শান্তিতে করতে দেওয়া। শাসকশ্রেণী নয়া অর্থনীতি উদারীকরণের নাম করে আমাদের দেশের দরজা বিদেশি কোম্পানিগুলোর কাছে খুলে দিয়েছে। এখন চলছে তারই তোড়জোড়। ফলে আদিবাসী সহ কৃষকরা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে — এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে প্রতিরোধ সংগ্রাম। তাকে পিষে মারতেই আজ ওরা গ্রিন হান্ট অপারেশন নামিয়ে আনছে। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি শকুনদের নজর পড়েছে আমাদের দেশের ছত্তিশগড় থেকে ঝাড়খণ্ড-বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জঙ্গল এলাকার জমি ও জমির তলায় লুকিয়ে থাকা দামী খনিজ সম্পদের ওপর। একা ছত্তিশগড় রাজ্যের মাটির তলায় রয়েছে লোহা, কয়লা, হীরে, সোনা, বক্সাইট, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি ২৮টি মূল্যবান খনিজ সম্পদ। উড়িষ্যার মাটির নিচে দেশের ক্রোমিয়ামের প্রায় সবটা। অ্যালুমিনিয়াম আকরিকও আদিবাসী অঞ্চলে মাটির নিচে। অথচ রাজ্যগুলোর মাটির ওপরে বসবাসকারী আদিবাসীদের অবস্থা ভয়ঙ্করই খারাপ। জমি নেই, সেচ নেই, কাজ নেই, পানীয় জল নেই, একবেলা আধবেলা খেয়ে দিন গুজরান করে। চলছে জমির মালিক, ঠিকাদার, পার্টির নেতা, পুলিশের অন্যায় জুলুম অত্যাচার। মানুষ হিসাবে বাঁচার ন্যূনতম ব্যবস্থাটা পর্যন্ত সরকার করেনি। না খেতে পাওয়া এই মানুষগুলোই আজ পুঁজিপতিদের সস্তা শ্রমের জোগানদার। এতদিন এরা মুখ বুজে সব অত্যাচার জুলুম সহ্য করেছে। কিন্তু আজ তারা বাপ-ঠাকুরদার ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হতে বসেছে। এবার তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে— জান দেব তবু জমি দেব না বলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে লড়াইয়ে। আদিবাসীদের সেই প্রতিরোধকে চূর্ণ করার জন্য বা যাতে তারা প্রতিরোধের সাহস দেখাতে না পারে তার জন্য ভয়ঙ্কর এক আগ্রাসী পরিকল্পনার নামই অপারেশন গ্রিন হান্ট।

ইতিমধ্যে প্রায় ১০০র কাছাকাছি খনি প্রকল্পের বরাত পেয়ে গেছে বড় বড় বিদেশি কোম্পানিগুলো। সোনা ও হীরে খনির জন্য মধ্যপ্রদেশে ৭৬৫০ বর্গ কিলোমিটার, ছত্তিশগড়ে ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার, উড়িষ্যায় ৮৫০০ বর্গ কিলোমিটার, ইত্যাদি। সারা দেশে ৩০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার জন্য ১ লক্ষ ৪ হাজার হেক্টর জমি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে নানা রাজ্যেই কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সব মিলে কয়েক লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। এত বড় উচ্ছেদ অভিযান আজ পর্যন্ত ভারতবাসী দেখেনি। এর বিরুদ্ধে

দাঁড়ানো কি অন্যায় ?

আমাদের দেশের সম্পদ লৌহ আকরিক। দেশের সরকার পুঁজিপতিদের তা লুঠ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ভেবে দেখুন, টাটা, জিন্দাল, মিত্তালরা আমাদের দেশের সেরা লৌহ আকরিক তোলার জন্য সরকারকে দেবে টন প্রতি ৫০০ টাকা রয়ালটি। আর সেই লৌহ আকরিকই আমাদের দেশেই ওরা বিক্রি করছে টন প্রতি ৫৮০০ টাকায়। এর চেয়ে ভালো হত সরকার যদি প্রকাশ্যে বলত তারা দিনের আলোয় আকরিক লোহা ডাকাতির সুযোগ করে দিচ্ছে। শুধু আকরিক লোহা নয়, এখনও তোলা হয়নি এমন বহু খনিজ সম্পদ যেমন বক্সাইট, হীরে, ইউরেনিয়াম আছে এমন জায়গাগুলোকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে ইতিমধ্যে বিক্রি করে দিয়েছে। জোর করে কৃষকদের জমি কেড়ে পুঁজিপতিদের পেট ভরানোর যে কাজ আজ সারা দেশে চলছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠছে।

আদিবাসীদের লড়াই-এর ডাক — সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা আমরা জানি। ২০০৬ সালে উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরে জমিরক্ষার সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে আদিবাসীদের প্রাণ যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজও টাটা সেখানে জমির দখল নিতে পারেনি। ছত্তিশগড়ের জসপুর জেলার কুনকুড়ি এলাকায় ১০৫ বর্গ কিলোমিটার (৩০টি গ্রাম) জায়গা জিন্দালকে দেওয়া হয় তারা মূল্যবান খনিজ ও রত্ন খুঁজে বার করবেন বলে। জমিন বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতির নেতৃত্বে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে রাস্তা অবরোধ করে জমি অধিগ্রহণ আটকে দেয়। ছত্তিশগড়ে ইফকো ১০০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা করে, কিন্তু গ্রামবাসীদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পরিকল্পনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। দুমকা জেলায় শিকারীপাড়া ব্লকের ১০ হাজার আদিবাসী তাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০০৮ সালের ৫ই নভেম্বর আদিবাসী মহাসভার উদ্যোগে জগদলপুর স্টেডিয়ামে ২ লাখ আদিবাসী জমায়েত হয়। ঐ জমায়েতে আসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা ছিল না। আদিবাসীরা সবাই পায়ে হেঁটে এসেছিল। কেউ কেউ এই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ৩-৪ দিন আগে নিজের গ্রাম থেকে চাল ও রান্না করার কাঠ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে সভায় এসেছিল। তাদের স্লোগান ছিল আদিবাসীদের কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া চলবে না।

আদিবাসীদের লড়াই, নাকি মাওবাদীদের ? বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে আদিবাসীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছেই — তাকে গুঁড়িয়ে দিতেই অপারেশন গ্রিন হান্ট। স্রেফ বড় মালিকদের মুনাফার লোভ মেটানোর জন্য যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত অবহেলিত আদিবাসী জনগণের উপর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ আধা-মিলিটারি বাহিনীর যুদ্ধ ঘোষণা। সত্যি সত্যি আজ আদিবাসীভাইরা আক্রান্ত। শয়ে শয়ে আদিবাসীদের মেরে ফেলা হচ্ছে, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আদিবাসী মহিলারা ধর্ষিতা হচ্ছেন। গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে লাখ লাখ আদিবাসীদের ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হচ্ছে। পুলিশের সেই একই কায়দা — এনকাউন্টার বা সংঘর্ষের নাম করে আদিবাসী আন্দোলনের নেতাদের গুলি করে মারা হচ্ছে। খোদ লালগড়েই লালমোহন টুডুর মৃত্যুকে ঘিরে এই প্রশ্নই উঠে আসছে। এইসবই সরকার করছে মাওবাদীদের নাম করে। এতবড় ভয়ঙ্কর অত্যাচার, হামলার মোকাবিলা করতে হচ্ছে আদিবাসীভাইদের। সমগ্র দেশের শ্রমিক কৃষক খেটে খাওয়া মানুষরা আজও আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চারদিক থেকে ঘিরে রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আত্মরক্ষার এই সংগ্রামে তারা বড় একা, অসহায়। আর এই অসহায়তার সুযোগে কোথাও কোথাও আদিবাসীভাইরা মাওবাদীদের দিকে ঝুঁকেছে, বা ঝুঁকছে। গ্রিন হান্ট-এর আগেই কোথাও কোথাও ঠিকাদার-সুদখোর-বন্‌বাবু ইত্যাদিদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের লড়াইতে মাওবাদীরা সাহায্য করায় সেখানেও আদিবাসীরা মাওবাদীদের দিকে ঝুঁকে ছিল। কিন্তু এখনও আদিবাসীদের লড়াই মানেই মাওবাদী — তা মোটেই বলা যায় না। অবশ্য মাওবাদীরা তাদের কাজের ধরণ মতো জনগণের লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু অ্যাকশন করে চলেছে।

কিন্তু শুধু আদিবাসীদের শক্তি কি ঐ লড়াই-এর জন্যে যথেষ্ট ? — না। রাষ্ট্রের হিংস্র দানবীয় শক্তিকে মোকাবিলা করতে পারে একমাত্র লক্ষ কোটি শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষই। লক্ষ কোটি শ্রমিক-কৃষক এখনও লড়াই-এর ময়দানে না নামার জন্যেই আদিবাসীদেরকে এক অসম যুদ্ধে নামতে হয়েছে। সরকারি বাহিনীর ঐ যুদ্ধ ও সন্ত্রাসকে কোনও “অ্যাকশন্ স্কোয়াড” দিয়ে আটকানো যায় না। মোকাবিলা করতে পারে জনগণের ঐক্যবদ্ধ লড়াই। গ্রামের গরিব ভাইবোনেরা, আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য হল আক্রান্ত আদিবাসী ভাইবোনেদের পাশে দাঁড়ানো, তাকে মদত দেওয়া। যদি ওরা আজ আদিবাসীদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারে, তাহলে কাল সর্বত্র গরিবদের সংগ্রামকে ওরা পিষে মারবে। তাই আজই আওয়াজ তুলুন — অবিলম্বে অপারেশন গ্রিন হান্ট বন্ধ কর। বড়লোকদের মুনাফার পাহাড় গড়তে গরিবদের বলি দেওয়া চলবে না।

কৃষক কমিটি

১৮ই ফাল্গুন, ১৪১৬ । ০৩.০৩.২০১০

কৃষক কমিটির পক্ষে অজয় মুখার্জী (৯৭৩২০ ২৭৮৯২), অমরারগড়, মানকর কর্তৃক প্রকাশিত ও কমলা প্রেস, ২০৯এ বিধান সরণী, কলকাতা ০৬ থেকে মুদ্রিত